বাংলাভাষা ও সাবালকত্ব

বিশ্বজিৎ সেন

শৈশব থেকে যে পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছি। সেখানে বাঙালি, বিহারী, হিন্দু, মুসলমান এগুলো কোনো ব্যাপারই ছিল না। তাই পরে, বড় হয়ে উঠে বাঙালির সংস্কৃতিজীবনের নানা দিক নিয়ে অত্যন্ত পীড়া বোধ করতে থাকি।

এই পীড়ার কথা সবাইকে বলে উঠতে পারি না যদিও বা কাউকে বলি, সে ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন 'আম্হারিক' ভাষায় কথা বলছি।

হিন্দী-র লেখক কবি বন্ধুরা জীবনানন্দ দাশ বিষয়ে শ্রদ্ধাশীল, আগ্রহী। যেটুকু অনুবাদ যেখানে পাওয়া যায় তাই পারলে তৎক্ষণাৎ গলাঃধকরণ করেন প্রায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে। অথচ বাংলা ভাষায় যাঁরা লেখালেখি করেন, তাঁদের হিন্দী ভাষার লেখক কবিদের নিয়ে কোনো আগ্রহই নেই। 'নিরালা'-র কবিতা তাঁরা ছুঁয়েও দেখেন না, 'মুক্তিবোধ' তো 'দূর অস্ত্'। ভেবেছি, খুব মন দিয়ে ভেবেছি যে, এরকমটা কেন হয়?

অথচ, রবীন্দ্রনাথ কবীরের কবিতা অনুবাদ করেছেন। ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী গেছেন দূর দূরান্তে কবীরের দোহা সংগ্রহ করে আনতে। সেই ঝলমলে, উদাত্ত মানসিকতা কোথায় হারিয়ে গেল?

যে কোনো সাহিত্য নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে তার ক্ষয় হয়। এই 'নার্সিসাস' মানসিকতা মোটেই সুস্থ মনের পরিচায়ক নয়। নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব কি থাকবে না? অবশ্যই থাকবে। কিন্তু অন্যতর সংস্কৃতিকেও জানতে হবে, তার থেকে সংগ্রহ করতে হবে উপাদান, প্রাণরস।

পাটনা শহরে স্থানীয় বাঙালিরা এক ধরনের কথ্যভাষা ব্যবহার করেন, যার শব্দগুলোর ফাঁক ফোকরে হিন্দী, মগ্হী, ভোজপুরী ইত্যাদি ভাষার শব্দাবলি লুকিয়ে থাকে। এই ভাষায় একটি গল্প লিখেছিলাম। পড়ে একজন 'প্রগতিবাদী' ভাবুক ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। আমাকে বলেছিলেন - ''বাংলা ভাষা নিয়ে ইয়ার্কি করছো তুমি।''

বাংলাভাষা নিয়ে কে বা কারা ইয়ার্কি করছেন, এটা ভাবার বিষয়। ভাবুকটির সাথে তর্ক বাড়াইনি। তর্ক, যদি তার মধ্যে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতা না থাকে, তবে তা নিরর্থক। যে কোনো ভাষাই বিবর্তনের মাধ্যমে সঞ্জীবিত হয়, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইংরেজি ভাষা। প্রতিবছর অন্যতর ভাষা থেকে সে সংগ্রহ করেছে শব্দাবলী, 'বাজার' 'হাল্লাগুল্লা' ইত্যাদি বহু শব্দই সেখানে আজ আর অপাংক্তেয় নয়। অন্যতর সাহিত্য থেকে অনুবাদের সম্ভার সেখানে বিপুল। আর বাংলা, যে আর যথার্থই একটি বিশ্বস্তরের ভাষা, তার অবস্থা কি?

এ বিষয়ে সচেতনতা বেড়েছে। তবে পাঠকগ্রাহ্যতা আজও তেমন নেই। এক তামিল ভদ্রলোক, সাহিত্যরসিক, একবার প্রসঙ্গক্রমে আমায় জানিয়েছিলেন— কৈশোরে তাঁর ধারণা ছিল যে শরৎচন্দ্র তামিলভাষাভাষি লেখক। এত বিপুল, এত ব্যাপক ছিল তামিলভাষায় শরৎসাহিত্যের প্রচার - প্রসার।

বাংলাভাষার পাঠকদের শিক্ষিত করার কাজ দু'বার হয়েছিল। প্রথম - রবীন্দ্রযুগে। দ্বিতীয়বার- প্রগতি সাহিত্যের যুগে। তারপরে বাজারী সাহিত্যের টানাপোড়েনে বাংলাভাষার পাঠক, গুলগল্পের কুঠরীতে ঢুকে যান।

আমি যতদূর জানি, বাংলাভাষায় আজও বহুলাংশে অননূদিত রবীন্দ্র কালিয়া, মন্নু ভান্ডারী। আমার মনে হয় 'ধূমিল' -এর কবিতাও বিশেষ অনূদিত হয়নি। অথচ এঁরা প্রত্যেকে চেয়েছেন বাঙালি পাঠকের কাছে পৌঁছতে।

প্রকাশকদের দোষ দিই না। তাঁদের ব্যবসা করতে হয়। পাঠকের রুচি তৈরি না হলে তাঁদেরই বা কি করণীয় থাকে? আর...পাঠকের রুচি সম্পর্কে একটি বিচিত্র ব্যপার। শুধু যে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি পাঠকই এই ব্যাপারে অনাগ্রহী, তাই নয়, বহির্বঙ্গের বাঙালি পাঠকের অবস্থঅও একই, যদিও তাঁরা অবাঙালি জীবনের নিত্তনৈমিত্তিকের অংশীদার। এসব যে সাহিত্যের বিষয় হতে পারে, এ কথা তাঁদের ভুলেও মনে হয় না। এটাকে কি সুস্থ মানসিকতা বলবেন আপনি?

অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে, তবে খুবই ধীরে। এবং ব্যাপারটার সাথে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন জড়িত। কাজে কাজেই খুব ত্বরিত সমাধান চাইলে, তা পাওয়া যাবে না।

এই কাজে এগিয়ে আসতে হবে সাহিত্যিকদের, প্রকাশকদের, পাঠকদের। সত্যজিৎ রায়ের 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী'র পর প্রেমচন্দ্র - মনস্ক হয়েছেন বাঙালি পাঠক। তবে প্রেমচন্দ্রের উত্তরসূরীরা আজও অনাদৃত। লিট্ল ম্যাগাজিনগুলিতে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে প্রশংসনীয় অনুবাদের কাজ। দুঃসাহসী নবারুণ ভট্টাচার্য অনেক ঝুঁকি নিয়ে প্রকাশ করে চলেছেন 'ভাষাবন্ধন', যাকে একটি উৎকৃষ্ট কাজ বললে খুবই কম বলা হয়। কিন্তু তাঁকেও প্রচন্ড সংগ্রাম করতে হয়।

অনুবাদ - মনস্ক হওয়া সাবালকত্বের লক্ষণ। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাভাষা এই সাবালকত্ব অর্জন করতে সক্ষম হবে।

আমি কি হিন্দু?

মলয় রায়চৌধুরী

আত্মীয় - স্বজন কেউ কেউ অনেক সময়ে প্রশ্ন করেন, 'তুমি ভগবান মানো'? অফিসে কাজ করার সময়ে সহকর্মীরা বলতেন, 'ভগবানে বিশ্বাস করো, সমাধান হয়ে যাবে'।

আমি যখন পাল্টা জানতে চেয়েছি, 'ভগবান বলতে ঠিক কাকে বোঝাতে চাইছেন'?—তার নানা - রকম ব্যাখ্যা পাওয়া যেত। বুঝতে পারতুম যে, তামিল ব্রাহ্মণ ছাড়া ব্যাপারটা তেমন স্পষ্ট নয় সবায়ের কাছে। অনেকের কাছে পরিচিত দেবী-দেবতারা ভগবানের অন্তর্ভূক্ত। বিভিন্ন পুরাণ থেকে অচেনা দেবী বা দেবতার নাম বললে, দেখেছি, তাঁরা বেশ থতমত।

অনেকে আকাশের দিকে তর্জনী তুলেছেন। অর্থাৎ যিনি ওপরে থাকেন। তিনি কে? তিনি, কারোর কাছে পারিবারিক দেবতা; কারোর কাছে সব দেবী-দেবতার তিনি কম্বিনেশন—দুর্গা, কালী, গনেশ, বালাজী ইত্যাদি রূপে সাকার, অথবা কমবাইনড বলে নিরাকার। অমন কম্বিনেশনের ফলে তাঁরা কি অদ্বৈতবাদী? সে ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চিত নন।

শিখ মুসলমান এবং খৃষ্টান সহপাঠী - সহকর্মী - বন্ধু - বান্ধবদের কারোর কিন্তু এরকম কনফিউশন দেখিনি।

এরকম একটা জায়গায় পৌঁছে দ্বিতীয় প্রশ্নটা ওঠে। আপনি কি হিন্দু? বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রশ্নটা উষ্মা জাগিয়েছে। হিন্দু নয়ত কী! অথবা আরো কনফিউজিং উত্তর ঃ আমি হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ মানি না। তাঁদের মগজে মুসলমান নামক অপররা বাসা বেঁধেছে; আত্মবিশ্লেষণ তাঁরা করেন না, এবং হিন্দু বলতে ঠিক কী বোঝায় তা তাঁরা জানেন না।

আমিও অনেক সময়ে এই ভাবনায় মশগুল থেকেছি যে, আমি কি হিন্দু? হাংরি আন্দোলনের সময়ে আমি কয়েকটি কবিতায় ঈশ্বর শব্দ প্রয়োগ করেছিলুম বটে, কিন্তু তা অদ্বৈতবাদের একেশ্বর নয়। আমার নিজের নেগেটিভ অলটার ইগো হিসেবে ব্যবহার করেছিলুম , সম্ভবত আমার বাল্যের নিম্নবর্গীয় বিহারী ইমলিতলা পাড়ার প্রভাবের কারণে। আমার উপন্যাস অরূপ তোমার এটোকাঁটা-তে হাংরি আন্দোলনের সময়কার অভিজ্ঞতা থেকে এই নেগেটিভ অলটার ইগোকে ব্যবহার করেছি।

আমি হিন্দু নই, এরকম ভাবা আমার পক্ষে কঠিন, যদিও প্রাইমারি স্তরে ক্যাথলিক স্কুলে, এবং তারপর ব্রাহ্ম স্কুলে পড়েছিলুম,। অথচ হিন্দু বলতে নিজের চারদিকে যে সীমানাগুলো বোঝায়, সেগুলোকেও মানা সম্ভব নয়। এ এক অদ্ভুত কমপ্লেসিটি। বেশির ভাগ কবি - লেখক, যাঁরা হিন্দু পরিবারে জন্মেছেন, তাঁরা এই কমপ্লেকসিটিকে এড়িয়ে যান।

হিন্দু বলতে মোটমুটিভাবে বেদ, প্রধানত ঋকবেদ প্রসূত আচরণ ও বিশ্বাস, এবং সেখান থেকে আত্মন, ব্রহ্মণ, কর্ম, মোক্ষ ও সংসার ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে ভাবনা; পাশাপাশি তিন জোড়া দর্শন সূত্র ঃ ন্যায় ও বৈশেষিক, সাংখ্য ও যোগ, এবং মীমাংসা ও বেদান্ত। তাছাড়া বহুবিধ পুরাণ ও উপপুরাণ। এই সবকিছু নিয়ে যে বিশাল ভুলভুলাইয়া তা-ই হিন্দুধর্ম।

ওই ভুলভুলাইয়ায় আমি যেটুকু ঘুরেছি, অজস্র দেবী-দেবতা, জাতিপ্রথা, পুনর্জন্ম, হিরণ্যগর্ভ-পরমেশ্বর, কিছুই বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। কিন্তু, আমি মনে করি, মানব মস্তিষ্ক, জল, হাওয়া, আলো, আকাশ, প্রকৃতি, এগুলো ডিভাইন। আমি কোনো প্রতীকত্ব আরোপ করতে রাজি নই। সে হিসেবে আমি একজন প্যাগান।

কোনো-কোনো কোয়ান্টাম পদার্থবিদ বিজ্ঞানী বলেছেন যে, সমগ্র ব্রহ্মান্ড একটি অদৃশ্য ক্ষমতাধরের ইশারায় একসূত্রে ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ ঋকদেবেরে দশম মন্ডল যে পরমপুরুষের কথা বলা হয়েছে। মানে, একটিমাত্র ঈশ্বর। আমি মনে করি, ব্রহ্মান্ডে অজস্র ক্রিয়া হয়ে চলেছে, যেমন গাছের প্রতিটি পাতা নিজের অবস্থান এমনভাবে সাজায় যাতে তলাকার পাতায় সূর্যালোক পৌঁছোয়। তাই একজনমাত্র ক্ষমতাধরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে পারি না। আমি প্রকৃতিকে মনে করি সমবায়ী।

আমিও ওই সমবায়ী ক্রিয়া - ব্যবস্থার অন্তর্গত। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়, স্ত্রী - পুত্র, প্রতিবেশী, সহকর্মী প্রত্যেকেরই নিজের - নিজের অবস্থান আছে, এবং সেগুলোকে মান্যতা দিই। আমি একে বলি একলেকটিসিজম, যা, যে কোনো রকম মৌলবাদকে প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। দোল, দুর্গোৎসব, নববর্ষ, কালীপুজোয় বাজি, বসন্ত পঞ্চমী ইত্যাদি উৎসবে আমি ইন্সটিংকটিভলি পুলকিত হই, যদিও স্বাস্থ্যের কারণে অংশগ্রহণ করি না।

পাটনায় কলেজে পড়ার সময় সহপাঠীদের সঙ্গে, এবং প্রথম চাকরিতে ঢুকে বিহারী ও পাঞ্জাবী সহকর্মীদের সঙ্গে, অজস্র সাধুসন্ন্যাসীদের আখড়ায় ঢুঁ মারতুম, মুফত মাদকের অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান যোগাড়ের ধান্দায়। দেখতুম যে, তাঁরা প্রায় সবাই নিরক্ষর আর শাস্ত্রশিক্ষাহীন, কোনো রূপ বা ধ্যানের মাধ্যমে তুরীয় মিসটিসিজমে পৌঁছোবার একাগ্র প্রয়াস করেছেন। ওই প্রক্রিয়া আমাদের কাউকেই প্রভাবিত করতে পারেনি। তবে তা লেখকত্ব সমৃদ্ধ করেছে।

দীক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসীদের কাছেও গেছি, কেননা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না হলে, সে বিষয়ে লেখালিখিটা মেকি হয়ে যায়, তা সে বেশ্যালয়, ডান্সবার, জুয়ার ঠেক বা প্রেমিকা বল, যা-ই হোক। এনারা সাংগঠনিক কাজ করায় দক্ষ হলেও, সেন্স অব ওয়ন্ডরের জগতে নিয়ে যেতে পারেন না। এনারা কেবল ব্যক্তিগত ইস্ট বা মন্ত্র সরবরাহ করেন। অণু ও অণুজীব থেকে ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত বিস্ময় - উদ্রেককারী জগৎটির সঙ্গে নিজেকেই পরিচিত করাবার চেষ্টা করি। ওই বিশৃঙ্খলার মহোল্লাস কিন্তু শৃঙ্খলাও বটে। সন্ন্যাসীবর্গদের নিয়ে আমার একটা কবিতা আছে, মূল্যমুক্ত দাম - দ্রষ্টা তিনি ঈশ্বরকর্মী বরফের শিরদাঁড়া শিরোনামে।

আমার নিজের বিস্ময়বোধ, যে বোধ সতত ওপন-এনডেড, তা আমার যে কবিতা লিখতে উৎসাহ যুগিয়েছে, সেটির শিরোনাম বিশৃঙ্খলার মহোল্লাস। অন্তরীক্ষ থেকে নির্দেশ পেয়ে, অথবা নিজের জ্ঞানের ইশারায়, যাঁরা স্ক্রিপচার লিখেছেন, বা উপনিষদ ও পুরাণ লিখেছেন, বা চন্ডীদাস - লালন - ব্রেক - র‍্যাঁবোর মতোন কবিরা, আমার তুলনায় ওই বিস্ময়বোধে অনেক অনেক বেশি আক্রান্ত হয়েছেন। ওনাদের অপার বিস্ময়বোধ আমার সেন্স অব ওয়ন্ডারকে আপ্লুত করলেও, আমাকে মিস্টিকে পাল্টায় না। তা আমার কমপ্লেকসিটিকে আরও বৃদ্ধি করে।